# ধানের লক্ষ্মীর গু (False smut) ও ব্লাস্ট (Blast) রোগের প্রাদুর্ভাব এবং কৃষকভাইদের করণীয়

বর্তমানে দেশে যে আবহাওয়া বিরাজ করছে তাতে ধানে লক্ষ্মীর গু (False smut) ও ব্লাস্ট (Blast) রোগ হওয়ার সমূহ সম্ভাবনা রয়েছে। সঠিক সময়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করে ফসলকে ক্ষতির হাত থেকে রক্ষা করার জন্য কৃষকভাইদের পরামর্শ প্রদান করা হলো।

**চিত্র-১:** লক্ষ্মীর গু রোগের লক্ষণ।

**চিত্র-২:** পাতা ব্লাস্ট রোগের লক্ষণ।

**চিত্র-৩:** শীষ ব্লাস্ট রোগের লক্ষণ।

## লক্ষ্মীর গু

ব্রি ধান৪৯, বিনা ধান৭, স্বর্ণা ও হাইব্রিড জাতে এ রোগটি বেশি হওয়ার সম্ভাবনা আছে। মূলত ধানে ফুল আসার সময় বৃষ্টি হলে এবং তাপমাত্রা তুলনামূলকভাবে কম থাকলে এ রোগটি হওয়ার সম্ভাবনা বেশি থাকে। লক্ষ্মীর গু রোগে ধানের দানা খৈ ফোটার মত হয়ে হলদে-কমলা বর্ণ হয় এবং বহিরাবরণ প্রথমে সবুজ থাকে যা আস্তে আস্তে কালো বর্ণ ধারণ করে (চিত্র-১)।

গবেষণায় দেখা গেছে ধানের ফুল বের হওয়ার সময় বিকাল বেলা প্রোপিকোনাজল গ্রুপের ছত্রাকনাশক যেমন- টিল্ট ৫-৭ দিন ব্যবধানে ৫০০ মিলি/হেক্টর মাত্রায় দুই বার প্রয়োগ করলে ধানে লক্ষ্মীর গু রোগটি কম হয়। তাই কৃষকভাইদের জন্য পরামর্শ হচ্ছে যারা ব্রি ধান৪৯, বিনা ধান৭, স্বর্ণা ও হাইব্রিড জাতের ধান চাষ করেছেন তারা অবশ্যই ধানের **ফুল বের হওয়ার সময়** উপরোক্ত ছত্রাকনাশকটি জমিতে আগেভাগেই স্প্রে করবেন। কারণ রোগ দেখার পর ছত্রাকনাশক স্প্রে করলে কোন ফল পাওয়া যাবে না।

## ব্লাস্ট

আমন মওসুমে সুগন্ধি জাতে এ রোগটি বেশি হওয়ার সম্ভাবনা আছে। বেশি বৃষ্টি হলে এবং তাপমাত্রা তুলনামূলকভাবে কম থাকলে প্রথমে পাতায় **পাতা ব্লাস্ট** এবং পরবর্তীতে শীষ বের হলে **শীষ ব্লাস্ট** হতে পারে। পাতা ব্লাস্ট রোগে পাতার উপর চোখেরমত দাগ হয় যার মাঝখান বরাবর ধূসর বর্ণ ধারণ করে (চিত্র-২) এবং শীষ ব্লাস্ট রোগে শীষের গোড়া কালো হয়ে ধানের শীষ ভেঙে পড়ে (চিত্র-৩) ।

যে সব জমিতে পাতা ব্লাস্ট রোগ দেখা দিয়েছে সে সমস্ত জমিতে ছত্রাকনাশক যেমন ট্রুপার (৫৪ গ্রাম/বিঘা) অথবা নেটিভো (৩৩ গ্রাম/বিঘা) অথবা ট্রাইসাক্লাজল গ্রুপের অনুমোদিত ছত্রাকনাশক পরিমাণমত ৫-৭ দিন অন্তর দু'বার স্প্রে করতে হবে। রোগটি যেহেতু পাতা থেকে শীষেও যেতে পারে তাই শীষ বের হওয়ার সাথে সাথেই শেষ বিকেলে উপরোক্ত ছত্রাকনাশক একই নিয়মে আগেভাগেই স্প্রে করতে হবে।

এ বিষয়ে বিস্তারিত তথ্য জানতে ব্রি ওয়েবসাইটে www.knowledgebank-brri.org ভিজিট করুন এবং স্থানীয় কৃষি অফিসে যোগাযোগ করুন।

**উদ্ভিদ রোগতত্ত্ব বিভাগ**
**বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট**